PANI SAMPAD BARTA

ISSN ■ 1607-9841

এলজিইডি

পানি সম্পদ বার্তা

এলজিইডি'র সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের ত্রৈমাসিক বুলেটিন
Quarterly Bulletin of the Integrated Water Resources Management Unit of LGED

সংখ্যা ৩৪, জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০১০
ISSUE 34, JULY - SEPTEMBER 2010

পটুয়াখালীতে বাংলাদেশ-ডেনমার্ক মৈত্রী সেতু উদ্বোধন

গত ৭ জুলাই ২০১০ তারিখে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় বাংলাদেশ-ডেনমার্ক মৈত্রী সেতু উদ্বোধন করেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ডেনমার্কের মাননীয় রাষ্ট্রদূত Mr. Einar Hebogard Ignacn এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান।

গত ৭ জুলাই ২০১০ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন আরপাঙ্গাসিয়া নদীর উপর নির্মিত বাংলাদেশ-ডেনমার্ক মৈত্রী সেতু উদ্বোধন করেন এবং যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। এ সময় তাঁর সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত ডেনমার্কের মাননীয় রাষ্ট্রদূত **Mr. Einar Hebogard Ignacn** এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমানসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ডেনমার্ক সরকারের অর্থায়নে ৬.১১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০০.০১ মিটার দীর্ঘ এই সেতুটি নির্মাণের ফলে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার চাকামাইয়া ইউনিয়ন ছাড়াও পার্শ্ববর্তী বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার আরও চারটি ইউনিয়নের জনগণ ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমানের সভাপতিত্বে কলাপাড়া উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান বলেন যে, সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত কলাপাড়া উপজেলার জনগণের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ-ডেনমার্ক মৈত্রী সেতু গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। মাননীয় রাষ্ট্রদূত **Mr. Einar Hebogard Ignacn** তাঁর ভাষণে বলেন যে এই ব্রীজ নির্মাণের মধ্য দিয়ে কলাপাড়া ও ডেনমার্কের জনগণের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক দৃঢ়তর হবে। তিনি আরও বলেন যে সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের সাথে কাজ করতে পেরে তাঁর দেশ ও জনগণ আনন্দিত এবং আশা প্রকাশ করেন যে বাংলাদেশ ও ডেনমার্কের মধ্যে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ব ভবিষ্যতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। তিনি বলেন সিডর উপদ্রুত এলাকার উন্নয়ন কাজের সাথে সম্পৃক্ত হতে পেরে ডেনমার্ক গর্ববোধ করে।

সভাপতির বক্তব্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান বলেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ অনুসারে এলজিইডি'র মাধ্যমে ব্যাপক উন্নয়ন কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।

অন্যান্য পাতায়

সম্পাদকীয়

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের উপর্যুপরি দুইটি পর্যায় বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে এ সেক্টরের এক সফল বাস্তবায়নকারী হিসেবে সরকার এবং বিদেশী উন্নয়ন সহযোগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে (২০০২-২০১০) ৩টি পার্বত্য জেলা ব্যতীত দেশের ৬১টি জেলায় ৩০০টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষ হয়েছে। ২০০৯ সালে ২৩৯টি উপ-প্রকল্পে পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ১,১৮,৯০১ হেক্টর জমিতে চাষাবাদ করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে ৪,১১,৯৯১ মেঃ টন দানাদার ও ১,৪২,৭৫১ মেঃ টন অদানাদার খাদ্যশস্য উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। এসময়ে ৭০টি উপ-প্রকল্পে মৎস্য উৎপাদিত হয়েছে ১,১৬৭ মেঃ টন।

প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায় শুরু করার পূর্বে পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের বিভাগ প্রধানের নেতৃত্বে আইএমইডি, কার্যক্রম বিভাগ এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ এর প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি ২য় পর্যায় প্রকল্পের অর্ন্তবর্তী মূল্যায়ন (Interim Evaluation) করার লক্ষ্যে ৬টি বিভাগের ৩৬টি উপ-প্রকল্প ৩৫ দিনব্যাপী সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। কমিটি সুফলভোগীদের সাথে আলোচনা ও মাঠ পর্যায়ে লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রণীত প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছেনঃ

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ভূ-উপরিস্থ পানির বিভিন্নমূখী ব্যবহারের মাধ্যমে অনেক অনাবাদী জমি চাষের আওতায় এসেছে, ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে; বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ফলে জনগণ সচেতন হওয়ায় শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে; পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) তৃণমূল পর্যায়ে উন্নয়নকে টেকসই করবে; সরকারের সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডে এ জাতীয় অংশগ্রহণমুলক উন্নয়নের পদ্ধতি অনুসৃত হলে গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাসে তা ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে; প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে অনেক উপ-প্রকল্প আবাদযোগ্য জমির ফসল আগাম বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে ফলে উপ-প্রকল্প এলাকার দরিদ্র কৃষক দারিদ্র্যতার কষাঘাত থেকে পরিত্রাণ পেতে শুরু করেছে; অনেক এলাকায় এক ফসলের পরিবর্তে ৩টি ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে; প্রকল্প এলাকায় মৎস্য চাষ করে মৎস্যজীবিরা আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে; সমিতি সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন রোধকল্পে অবদান রাখছে; সমিতি থেকে ঋণ সংগ্রহ করে তা ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ অধিক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে ইত্যাদি।

সম্প্রতি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও নেদারল্যান্ড দূতাবাসের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত "প্রকল্প সমাপনী যৌথ পর্যালোচনা মিশন" দেশের বিভিন্ন এলাকার ১৩টি উপ-প্রকল্প পরিদর্শন করেন। উপ-প্রকল্প পরিদর্শনকালে যৌথ মিশন নির্মাণ কাজের গুনগতমান সম্পর্কে এবং কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রমে এবং প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

জানুয়ারী ২০১০ থেকে "অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প" নামে প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে। প্রায় ৭৮১ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন এই প্রকল্পের আওতায় আনুমানিক ২৪০টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত ৫৮০টি উপ-প্রকল্পের মধ্য হতে আনুমানিক ১৬০টি উপ-প্রকল্পের পুনর্বাসন/কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ২,৩০,০০০ হেক্টর জমি উন্নত পানি ব্যবস্থাপনার সুবিধা পাবে, ফলে অতিরিক্ত প্রায় ১.৮১ লক্ষ মেট্রিক টন দানাদার শস্য ও প্রায় ১.৩১ লক্ষ মেট্রিক টন অদানাদার শস্য উৎপাদন সম্ভব হবে।

জাইকা অর্থায়নে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ এলজিইডি ও জাইকার যৌথ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য জাইকা ও এলজিইডি'র এক যৌথ সভা গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখে এলজিইডি সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান।

পর্যালোচনা সভায় জাইকা'র স্থানীয় অফিসের প্রতিনিধি, এলজিইডি সদর দপ্তরে অবস্থানরত জাইকা প্রতিনিধি, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, প্রকল্প পরিচালক, বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প, প্রকল্পের পরামর্শক দলের টিম লিডার ও অন্যান্য পরামর্শকগণ অংশগ্রহণ করেন।

উক্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক ও অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটকে শক্তিশালীকরণ; প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়; প্রকল্পের অর্থ ছাড়করণ; বেজলাইন সার্ভে; পাবসস'র এককালীন প্রদেয় ও এন্ড এম অনুদান; বিদেশে প্রশিক্ষণ, প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি ইত্যাদি বিষয়গুলো গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়।

বর্ণিত এ সকল বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী জানান যে, ইতোমধ্যে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটকে অধিকতর শক্তিশালী করে এর কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন, প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত বিষয় দ্রুততার সাথে সম্পাদন করা, প্রকল্পের অর্থ ছাড়করণ অধিকতর ফলপ্রসূ ও কার্যকর করা, বেজলাইন সার্ভে-এর ক্ষেত্রে নমুনা উপ-প্রকল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, সঠিক সময়ের মধ্যে পাবসস'র এককালীন প্রদেয় ও এন্ড এম অনুদান আদায়ের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বিদেশে প্রশিক্ষণ এবং স্টিয়ারিং কমিটির সভা যথাশীঘ্র আয়োজন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তিনি জাইকা প্রতিনিধিদলকে জানান।

অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের আওতায় পাবসস-এর ক্রমমান তালিকা (Gradation List) তৈরীর জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ

বিকেন্দ্রীকৃত ও স্থানীয় জনসমষ্টি দ্বারা পরিচালিত ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ আয়বৃদ্ধি গ্রামীণ দারিদ্র হ্রাসকরণে একটি কার্যকরী উপায় হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের ১ম ও ২য় পর্যায়ের অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা গেছে যে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের সকল ধাপে উপকারভোগী জনগণের সক্রিয় সম্পৃক্ততায় সমৃদ্ধ অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন টেকসই পাবসস এবং উন্নত ও কার্যকর পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠায় প্রত্যক্ষ ও ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টিতে বিশেষ অবদান রেখেছে।

নির্মাণ-সমাপ্ত উপ-প্রকল্পসমূহের ওপর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে উপ-প্রকল্পসমূহ থেকে টেকসই ও সর্বোচ্চ উপকার পেতে হলে হস্তান্তর পরবর্তী কিছু প্রকল্প সহায়তা দেয়া প্রয়োজন হবে। এরূপ বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে অংশগ্রহণমূলক পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পটিতে (৩য় পর্যায়) আনুমানিক ২৪০টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে দেশের ৬১টি জেলায় বাস্তবায়িত ৫৮০টি উপ-প্রকল্পের মধ্য হতে আনুমানিক ১৬০টি উপ-প্রকল্পের পুনর্বাসন/কার্যকারিতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা করা হয়েছে।

উপ-প্রকল্পগুলোকে কার্যকারিতা বৃদ্ধির আওতায় আনার জন্য সেগুলোর সেবা প্রদানে দক্ষতা ও কার্যকারিতার উপর ভিত্তি করে উপ-প্রকল্পের ক্রমমান তালিকা তৈরী করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমিতির প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা, কারিগরী এবং ওএন্ডএম কার্য সম্পাদনে সক্ষমতা এবং কৃষিক্ষেত্রে অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে নম্বর প্রদানের মাধ্যমে উপ-প্রকল্পের ক্রমমান তালিকা তৈরী করা হবে।

সম্প্রতি অংশগ্রহণমূলক পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক উপ-প্রকল্পগুলোকে কার্যকারিতা বৃদ্ধির আওতায় আনার জন্য ৬১টি জেলায় মূল্যায়ন ছকসহ পত্র প্রেরণ করেছেন। সকল জেলার জুনিয়র পানি সম্পদ প্রকৌশলী, সোসিও ইকোনমিষ্ট ও উপজেলার সমন্বয়ে গঠিত টিম সংশ্লিষ্ট পাবসস এর সহায়তায় উপ-প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করে ছক পূরণের কাজ প্রায় শেষ করেছেন। ইতোমধ্যে ক্রমমান তালিকা তৈরীর লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলা থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উপ-প্রকল্পের মূল্যায়ন ছক প্রকল্প সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। সেগুলোর ক্রমমান তালিকা সম্পন্ন করার পর প্রকল্প থেকে উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য কাজ শুরু করা হবে।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের (জাইকা) উপ-প্রকল্প চিহ্নিতকরণ প্রস্তাব প্রেরণ

বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের উপ-প্রকল্প চিহ্নিতকরণ কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। প্রকল্পাধীন জেলাগুলোর সকল ইউনিয়ন পরিষদে সভা আয়োজন করে উপ-প্রকল্প পর্যালোচনা করে অগ্রাধিকার ভিত্তিক তালিকা থেকে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য বিশেষ নির্দেশনা দেয়া হয়। ইতোমধ্যে প্রকল্প এলাকার ১৫টি জেলার ১২৫টি উপজেলার স্থানীয় জনগণের মধ্যে চিহ্নিত উপ-প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাব প্রেরণে স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ পর্যন্ত ফরিদপুর থেকে ৫১টি, গোপালগঞ্জ থেকে ৬০টি, মাদারিপুর থেকে ৮৬টি, রাজবাড়ী থেকে ১৬টি, শরিয়তপুর থেকে ৭১টি, হবিগঞ্জ থেকে ৫৪টি,

উপ-প্রকল্প চিহ্নিতকরণের পর এলাকায় পরিদর্শন-পরিক্রমার (Reconnaissance) মাধ্যমে উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়নযোগ্যতা যাঁচাই-এর জন্য ডিজাইন প্রকৌশলীগণ এলাকার জনগণের সাথে মত বিনিময় করছেন।

শেরপুর থেকে ৯টি, মৌলভীবাজার থেকে ১৮টি, সুনামগঞ্জ থেকে ৩১টি, সিলেট থেকে ৭৩টি, জামালপুর থেকে ১৭টি, কিশোরগঞ্জ থেকে ৪৭টি, ময়মনসিংহ থেকে ৪৯টি, নেত্রকোনা থেকে ৫৯টি ও টাঙ্গাইল থেকে ৩৬টি সহ মোট ৬৭৭টি উপ-প্রকল্প প্রস্তাব পাওয়া গেছে।

এই সকল প্রস্তাবসমূহের ওপর ভিত্তি করে ইতোমধ্যে ১৫টি জেলায় সর্বমোট ৬০২টি উপ-প্রকল্প প্রস্তাব বাছাই, ২৬০টি উপ-প্রকল্পের প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই, ১০১টি উপ-প্রকল্পের অংশগ্রহণমূলক গ্রাম সমীক্ষা এবং ৯৪টি উপ-প্রকল্পের কারিগরি ও অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাই-এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের (জাইকা) প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের পরিকল্পনা সভা

স্থানীয় জনগণ ও উপকারভোগীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও মতামতের ভিত্তিতে উপ-প্রকল্পের ডিজাইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে চৌদ্দটি উপ-প্রকল্পে পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পৃথক পৃথক এ সকল পরিকল্পনা সভায় সংশ্লিষ্ট উপ-প্রকল্পের পরিকল্পনা উপস্থাপন করে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। সভায় উপস্থিত স্থানীয় জনগণ ও উপকারভোগীদের চাহিদা অনুযায়ী তাদের মতামতের উপর ভিত্তি করে ডিজাইন প্রস্তুত করে পরবর্তীতে আয়োজিত ডিজাইন পর্যালোচনা সভায় উপস্থাপনের পর তা চূড়ান্ত করা হয়।

ফরিদপুর জেলার মধুখালী উপজেলাধীন সাতগাভিয়া বিল নিষ্কাশন ও সংরক্ষণ উপ-প্রকল্পের পরিকল্পনা সভায় স্থানীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট জনগণের সামনে উপ-প্রকল্পের খসড়া পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করছেন প্রকল্পের ডিজাইন প্রকৌশলী সুবাষ চন্দ্র রায়।

উপ-প্রকল্পের ডিজাইন চূড়ান্তকরণ সভা

গত ১৮ ও ২৯ আগষ্ট এবং ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখে যথাক্রমে ফরিদপুর জেলার মধুখালী উপজেলাধীন সাতগাভিয়া বিল উপ-প্রকল্প, মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলাধীন কুর্মাছড়া উপ-প্রকল্প এবং জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ি উপজেলাধীন রথখোলা-কামারবাড়ী উপ-প্রকল্পে তিনটি পৃথক ডিজাইন চূড়ান্তকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সকল উপ-প্রকল্প এলাকায় সভা আয়োজন করে প্রস্তাবিত ডিজাইন বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা হয়। প্রতিটি সভায় স্থানীয় জনগণ ও উপকারভোগীগন উপ-প্রকল্পের ডিজাইন সংক্রান্ত আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে ডিজাইন সম্বন্ধে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। আলোচনা শেষে উপ-প্রকল্পগুলোর ডিজাইন চূড়ান্ত করা হয়। প্রতিটি ডিজাইন চূড়ান্তকরণ সভায় সংশ্লিষ্ট ফার্মের ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার, সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী, জেলা পর্যায়ে কর্মরত জুনিয়র ওয়াটার রিসোর্স ইঞ্জিনিয়ার, কমিউনিটি পার্টিসিপেশন অফিসার এবং বিপুল সংখ্যক উপকারভোগী জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

দৃষ্টি আকর্ষণ

পানি সম্পদ বার্তায় প্রকাশের জন্য সংবাদ, ফিচার, ছবি ও তথ্য আইডব্লিউআরএম ইউনিটে পাঠান।

দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের যৌথ প্রকল্প সমাপনী মিশন

গত ২২ জুলাই থেকে ০৩ আগষ্ট ২০১০ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের প্রকল্প সমাপনী যৌথ পর্যালোচনা মিশন দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প বাস্তবায়নের সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। এ উদ্দেশ্যে মিশন মাঠ পর্যায়ে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য যথাক্রমে চট্টগ্রাম জেলার সোনাইছড়ি, গুইল্ল্যাছড়া, বাওয়াছড়া, লক্ষীপুর জেলার গোয়ালিয়ার ডগি ও অগ্রণী-দিঘলী, পাবনা জেলার সিভিল হাট, রাজশাহী জেলার মারিয়া বিল- নন্দনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার মহম্মদখানী, চাঁপাই গ্রামীণ ও নয়াগোলা-মহানন্দা, নওগাঁ জেলার দোহারা খাড়ী - তারাচাদ খাড়ী ও জাত আমরুল-সিংসাড়া ও বগুড়া জেলার বারিকল বিল-কালিদহ সাগর-এই তেরটি উপ-প্রকল্প পরিদর্শন করেন।

যৌথ মিশনের সদস্যবৃন্দ উপ-প্রকল্পের অবকাঠামো পরিদর্শন করছেন।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রধান জনাব জহির উদ্দীন আহমেদ মিশনের নেতৃত্ব দেন। মিশনের অন্য সদস্যরা ছিলেন ফেরদৌসি সুলতানা, জেন্ডার বিশেষজ্ঞ, জনাব মোঃ শহিদুল আলম, সহকারী প্রজেক্ট এনালিষ্ট, এডিবি আবাসিক মিশন এবং বাংলাদেশের নেদারল্যান্ডস দুতাবাসের পরামর্শদাতা, পানি সেক্টর জনাব এটিএম খালেদুজ্জামান। এলজিইডি'র পক্ষ থেকে মিশনে উপস্থিত ছিলেন জনাব মশিউর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, IWRMU, এলজিইডি, আল আমিন ফয়সল, সহকারী প্রকৌশলী, IWRMU ও জিএম আকরাম হোসেন, ডেপুটি টীম লিডার, এডিটিএ। উপ-প্রকল্প পরিদর্শনকালে যৌথ মিশন নির্মাণ কাজের গুনগতমান সম্পর্কে এবং কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং প্রকল্পের অগ্রগতি সন্তোষজনক বলে মিশন মত প্রকাশ করেন। ৩০ জুন ২০১০ সালে প্রকল্পের মেয়াদ শেষে ৩০০টি উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

উপ-প্রকল্পের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এর নির্মাণকাজ শেষে হস্তান্তরের বিষয়ে মিশনকে জানানো হয় যে ৩০ জুন ২০১০ পর্যন্ত ১৯২টি উপ-প্রকল্পের ব্যবহারিক মালিকানা সংশ্লিষ্ট পাবসসের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। মিশন আশা প্রকাশ করেছেন যে বাকী ১০৮টি উপ-প্রকল্প সদ্য শুরু হওয়া অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প চলাকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট পাবসসের কাছে হস্তান্তর করা সম্ভব হবে।

মাঠ পর্যায়ে উপ-প্রকল্প পরিদর্শন শেষে মিশনের সদস্যবৃন্দ প্রকল্পের কর্মকর্তা এবং সরকারের নির্বাহী বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেন এবং খসড়া Aide Memoire প্রস্তুত করেন।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন মহম্মদখানী উপ-প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের সাথে মত বিনিময় করছেন যৌথ পর্যালোচনা মিশনের সদস্যবৃন্দ

০৩ আগষ্ট ২০১০ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব মনজুর হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাপনী সভায় মিশনের খসড়া Aide Memoire নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনা শেষে সভায় উপস্থিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং সরকারী সংস্থার প্রতিনিধিগণের মন্তব্য সন্নিবেশপূর্বক Aide Memoire চূড়ান্ত করা হয়।

নার্সারী তৈরী করে চারা উৎপাদন করছেন পুকুরিয়া-উজিয়াখালী পাবসএর সদস্যবৃন্দ

বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নেত্রকোনা জেলার কলমাকান্দা উপজেলাধীন পুকুরিয়া-উজিয়াখালী পাবসএর ১০জন কৃষক সদস্যকে নার্সারী তৈরী করার জন্য একদিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রকল্পের কৃষি ফ্যাসিলিটেটর গাজী সালাহ উদ্দিন এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন এবং প্রশিক্ষক হিসাবে কাজ করেন। প্রশিক্ষণে উৎসাহিত হয়ে ৫ জন সদস্য ইতোমধ্যে নার্সারী তৈরী করে চারা উৎপাদন শুরু করেছেন। এদেরই একজন কৈলাটি গ্রামের মোঃ ফজলু মিয়া ২৫ শতাংশ জমিতে নার্সারী তৈরী করেছেন।

তিনি উঁচু জমিতে ও পুকুরের পাড়ে বাঁশের গোলাকৃতি মাচা তৈরী করে উপরে পলিথিনের শেড দিয়ে আগাম সব্জি চাষের জন্য চারা উৎপাদন করছেন। তার নার্সারীতে উৎপাদিত চারা এলাকার বাজার ছাড়াও পাশ্ববর্তী বাজারে বিক্রয় হচ্ছে। এর ফলে এলাকায় ব্যাপক সব্জি উৎপাদিত হবে এবং এলাকার চাহিদা মিটিয়ে অতিরিক্ত সব্জি অন্যত্র পাঠানো সম্ভব হবে। এ সকল নার্সারীতে বর্তমানে বেগুন, টমেটো, ফুলকপি ও বাধাকপি ছাড়াও কাঠাল, জাম, মেহগনি ও রেইনট্রি গাছের চারা উৎপাদন ও বিক্রয় হচ্ছে।

সম্পাদক : মোঃ মশিউর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, আরডিইসি ভবন (লেভেল-৬), এলজিইডি প্রধান কার্যালয়, শেরেবাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১২৭১৬৩, ফ্যাক্স : ৯১৩২০৬১, ই-মেইল : se-iwrm@lged.gov.bd, Web : www.lged.gov.bd, www.iwrm.lged.gov.bd